২০২১

বাংলা

(প্রোগ্রাম)

(আবশ্যিক)

(সি বি সি এস পদ্ধতি অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম)

প্রথম সেমেস্টার

কোর্স কোড : BNGP-AECC(MIL)-T-1

পূর্ণমান : ৪০ সময় : ২ ঘণ্টা

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নমান নির্দেশক।

প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা প্রয়োজন।

(A4 কাগজের দশ-বারো পাতার মধ্যে উত্তর লেখা আবশ্যিক)

১। নিচের রচনাংশটি পড়ে যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: ২×৫=১০

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই

[পরের পাতায়]

আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে, অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখন সাম্রাজ্য মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল

না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী:

ক) প্রাবন্ধিকের মতে গভীর দুঃখের কারণ কীসে নিহিত আছে?

খ) বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের শুরু কবে থেকে?

গ) ''অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে।''— অধিকাংশ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ) প্রতিনিয়ত কী নিয়ে আলোচনা চলত?

ঙ) ''আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন''— সাধকেরা কী স্থির করেছিলেন?

চ) প্রাবন্ধিক 'চিরকালের ইংরেজের বাণী' বলতে কি বুঝিয়েছেন?

ছ) ''তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়।''—এ কথার তাৎপর্য কী?

জ) আমাদের মন কীসে পুষ্টিলাভ করেছিল?

২। যে-কোনো **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫×২=১০

ক) 'ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' — তাৎপর্য লেখো।

খ) 'শিকল পরার গান' কবিতাটির মধ্যে কবির স্বদেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

গ) পরিভাষা লেখো (যে কোনো **পাঁচটি**)ঃ

Absorb, Back Log, Casual, Data Bank, Embargo, Grievance, Hearing, Ideology

ঘ) পরিভাষা লেখো (যে কোনো **পাঁচটি**)ঃ

Agronomy, Souvenir, Sponsor, Vacancy, Voucher, Inflation, Zone, X-Ray

৩। যে-কোনো **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০×২=২০

ক) রাইচরণ ফেলনাকে নবকুমার ভেবে কেমনভাবে মানুষ করেছিল তা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প অনুসরণে নিজের ভাষায় লেখো।

খ) জয়রাম কীভাবে সাংসারিক অচলাবস্থায় পড়লেন এবং কীভাবে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করলেন তা 'আদরিণী' গল্প অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।

গ) 'স্বাস্থ্য সচেতনতা-ই অতিমারী থেকে মুক্তির একমাত্র পথ' —এই বিষয়ে উপযুক্ত শিরোনামসহ একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

ঘ) মহাবিদ্যালয় প্রদত্ত লাইব্রেরি কার্ডটি তুমি হারিয়ে ফেলেছ, নতুন একটি কার্ড পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

———————